Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue 53
January–March, 2018

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নয়ন প্রস্তাবনা

Islamic Banking in Bangladesh A Proposal for Improvement

Mezbah Uddin Ahmed*

ABSTRACT

Even though the Islamic banking industry in Bangladesh has achieved "systematic importance" within the country's banking sector, it still falls behind in taking qualitative initiatives. This article in employing an empirical method, tries to present the current position of Islamic banking in Bangladesh based on past several years' data, and offer a comparative analysis of Islamic banking with conventional banking. By exploring the experiences of other countries. This paper attempts to recommend for some eleven point proposals which may further the advancement of Islamic banking sector in Bangladesh.

Keywords: islamic bank, bangladesh, policymakers.

সারসংক্ষেপ

ব্যাংকিং খাতে প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং বাংলাদেশে "সিস্টেম্যাটিক ইম্পর্টেন্স" অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু গুণগত মানোন্নয়নে নেয়া উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব আছে বলে মনে করা হয়। এই প্রবন্ধে কয়েক বছরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বর্তমান অবস্থান

* Mezbah Uddin Ahmed *ACCA, CIPA* is a researcher in International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) under Bank Negara Malaysia-the central bank of Malaysia, email: mezbah@isra.my.

উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের সাথে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি তুলনামূলক অবস্থানও দেখানো হয়েছে এখানে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ মানোন্নয়নে করণীয় এগারোটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

মূলশব্দ: ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ, নীতিনির্ধারণী।

ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যার পঁয়ত্রিশ বছর পূর্তি হল ২০১৮ সালের মার্চ মাসে। বর্তমানে দেশের ব্যাংকিং খাতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইসলামী ব্যাংকিং দ্বারা পরিচালিত। আটটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি সতেরোটি প্রচলিত ধারার ব্যাংক সর্বমোট ১,১৬৮টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। রেমিটেন্স প্রবাহের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। আমানত এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারে ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং থেকে এগিয়ে আছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ঈর্ষণীয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচলিত ধারার আরো কিছু ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার আগ্রহ দেখিয়েছে।

এতসব অর্জনের পরেও বেশ কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। ইসলামী ব্যাংকিং আইন এখন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের দাবি অনুযায়ী শরীয়াহ-ভিত্তিক নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কোনও শরীয়াহ গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়নি এবং এই ব্যাপারে কোনও নিরীক্ষা কার্যক্রমও বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এছাড়া সাধারণ অনেকের মধ্যেই ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ কমপ্লায়েন্স নিয়ে সন্দেহ বা অবিশ্বাস বিদ্যমান, যা দূরীকরণের লক্ষ্যে নেয়া পদক্ষেপেরও যথেষ্ট অভাব আছে বলে মনে করা হয়।

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে তার কিছু উপস্থাপন করা হয়েছে প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে। সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকগণ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় এসব উদ্যোগ বিবেচনায় নিতে পারেন বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বর্তমান অবস্থান

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ২৩টি ইসলামী ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী এ ব্যাংকগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যা নিচের চিত্র ১-এ তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র ১: ইসলামী ব্যাংকিং সেবার ব্যাপকতার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শ্রেণিবিন্যাস

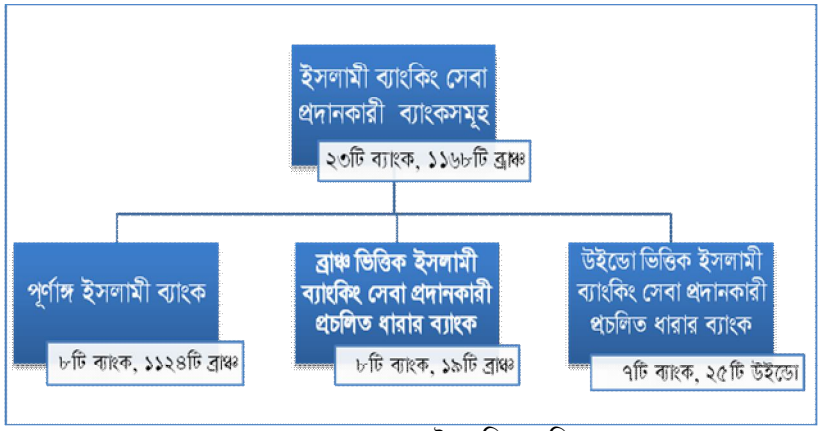

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যানের বাইরে এইচএসবিসি (HSBC) লিমিটেড ২০০৪ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশে "এইচএসবিসি আমানাহ" নামে ব্রাঞ্চ-ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। তাছাড়া জনতা ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২০১৪ সালে উইন্ডো-ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং চালুর অনুমতি লাভ করে, যদিও তারা এখন পর্যন্ত এ কার্যক্রম চালু করেনি।

বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সময়ভিত্তিক একটি পরিক্রমা নিচে সারণি ১-এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১: ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সালের ভিত্তিতে ব্যাংকের তালিকা

ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সাল	ব্যাংকের নাম	ইসলামী ব্যাংকিং সেবার ধরণ	বর্তমান ব্রাঞ্চ/ উইন্ডো সংখ্যা
১৯৮৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ	পূর্ণাঙ্গ	৩৩২
১৯৮৭	আইসিবি ইসলামী	পূর্ণাঙ্গ	৩৩
১৯৯৫	আল-আরাফাহ ইসলামী	পূর্ণাঙ্গ	১৫৪
	সোশাল ইসলামী	পূর্ণাঙ্গ	১৩৮
	প্রাইম ব্যাংক	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক	৫
২০০১	শাহজালাল ইসলামী	পূর্ণাঙ্গ	১১৩
২০০৩	ঢাকা ব্যাংক	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক	২
	যমুনা ব্যাংক	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক	২
	প্রিমিয়ার ব্যাংক	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক	২
	সাউথইস্ট ব্যাংক	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক	৫
	দা সিটি ব্যাংক	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক	১
২০০৪	এক্সিম ব্যাংক	পূর্ণাঙ্গ	১১৮
	এবি ব্যাংক	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক	১
	এইচএসবিসি	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক (২০১২ পর্যন্ত)	০
	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	উইন্ডো ভিত্তিক	১
২০০৫	ব্যাংক আল-ফালাহ	ব্রাঞ্চ ভিত্তিক	১
২০০৮	ব্যাংক এশিয়া	উইন্ডো ভিত্তিক	৫
	ট্রাস্ট ব্যাংক	উইন্ডো ভিত্তিক	৫
২০০৯	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী	পূর্ণাঙ্গ	১৬৮
	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক	উইন্ডো ভিত্তিক	২
২০১০	অগ্রণী ব্যাংক	উইন্ডো ভিত্তিক	৫
	সোনালী ব্যাংক	উইন্ডো ভিত্তিক	৫
	পূবালী ব্যাংক	উইন্ডো ভিত্তিক	২
২০১৩	ইউনিয়ন ব্যাংক	পূর্ণাঙ্গ	৬৮
২০১৪	জনতা ব্যাংক*	উইন্ডো ভিত্তিক	

তথ্যসূত্র: ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

* অনুমতিপ্রাপ্ত, কিন্তু কার্যক্রম শুরু করেনি।

চিত্র ২-এ দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে খুবই সীমিত পরিসরে। ব্যাংকের সংখ্যার দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর সমসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও দেশের মোট ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্রাঞ্চ বা উইন্ডো ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২-৩%। রেমিটেন্স প্রবাহের ক্ষেত্রে তা ১% এরও কম। এতদসত্ত্বেও, গ্রহণযোগ্যতা এবং কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে এই ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম।

চিত্র ২: মোট ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে তিন ধরনের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতিনিধিত্ব

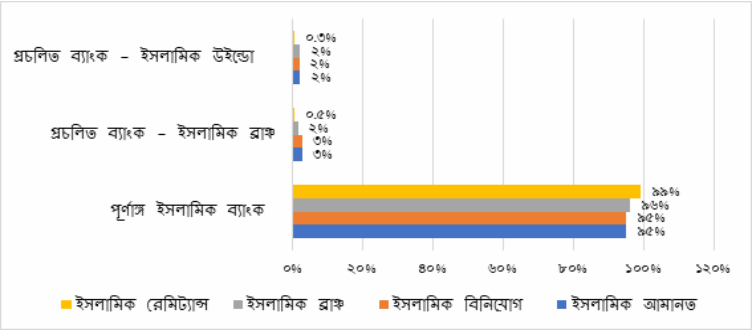

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ২০০৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক বৃদ্ধির হার (CAGR – Compound Annual Growth Rate) ছিল ১১.৬%। ডিসেম্বর ২০১৭-তে মোট ইসলামী ব্যাংকিং আমানতের পরিমাণ ছিল ২১৪,২৫৯.৪২ কোটি টাকা এবং বিনিয়োগ ছিল ২০১,১০১.৯৬ কোটি টাকা। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রবাহ হয় ১১,০৭০.৮৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং খাতের সর্ববৃহৎ অংশ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: দ্বারা পরিচালিত। এই অবস্থানে পৌঁছানোর পেছনে রয়েছে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করার প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা, বৃহৎ ব্রাঞ্চ সংখ্যা, এবং সর্বোপরি এর সুনাম ও নিবেদিত কর্মী-বাহিনী। এই ব্যাংকের প্রথম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম আযীযুল হক মন্তব্য করেছিলেন, এই ধরনের নিবেদিত কর্মী-বাহিনী যে প্রতিষ্ঠানে যাবে সে প্রতিষ্ঠানই ভালো করবে (Huq, 2017)। এটি বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক, যা স্বনামধন্য "The Banker"-এর শীর্ষ ১,০০০ ব্যাংকের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত একটানা এই স্বীকৃতি পায় (Islami Bank Bangladesh Limited, ND)।

ডিসেম্বর ২০১৭-তে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধিত্ব ছিল আমানতে ৩৫.০৮%, বিনিয়োগে ৩৪.৮৬%, রেমিটেন্স প্রবাহে ৫৪.০২%, এবং ব্রাঞ্চ সংখ্যায় ২৮.৪২%। চিত্র ৩, ৪, ৫ এবং ৬-অনুযায়ী পূর্ববর্তী সময় থেকে এই ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এই বিষয়টিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন: ১. ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে অন্য ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে আগের চেয়ে ভালো কাজ করছে; বা ২. সময়ের সাথে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং গ্রাহকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ফলে নতুন ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিত্ব বাড়বে এবং পুরাতন ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব কমবে, যা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

চিত্র ৩: মোট ইসলামী আমানতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিত্ব

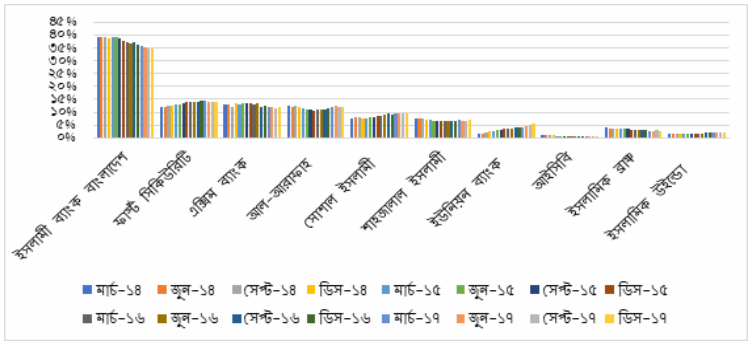

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

চিত্র ৪: মোট ইসলামী বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিত্ব

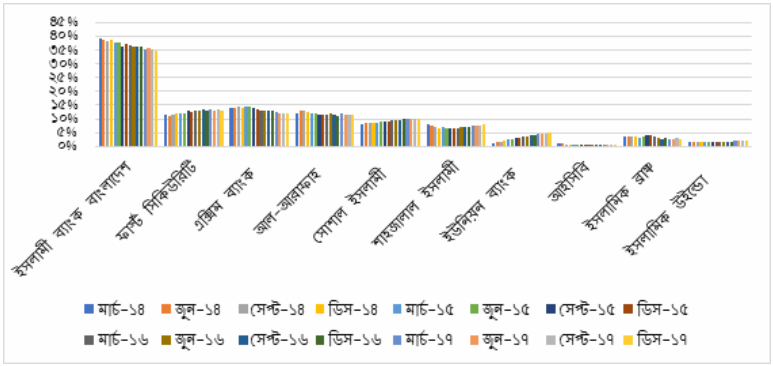

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

চিত্র ৫: মোট ইসলামী ব্যাংকিং রেমিটেন্স প্রবাহে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিত্ব

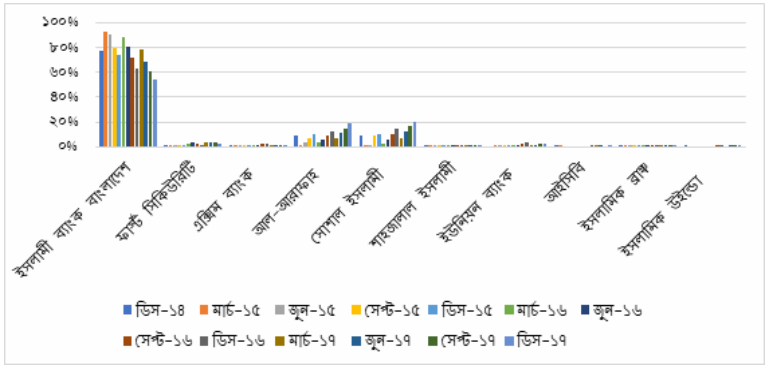

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

চিত্র ৬: মোট ইসলামী ব্যাংকিং ব্রাঞ্চে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিত্ব

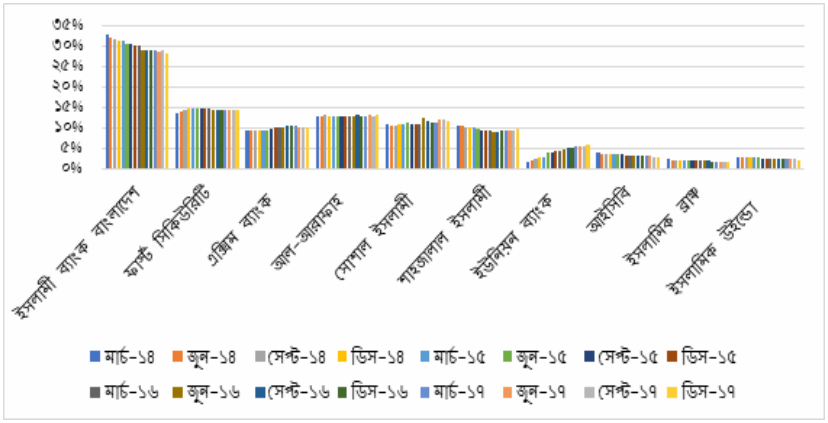

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

চিত্র ৭ এবং ৮-এ দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আমানত সংগ্রহ করা হয় মূলত মুদারাবাহ চুক্তির উপর ভিত্তি করে এবং বিনিয়োগ করা হয় মূলত বিক্রয় ও ভাড়া ভিত্তিক চুক্তির উপর ভিত্তি করে। ডিসেম্বর ২০১৭-তে মুদারাবাহ ভিত্তিক আমানত সংগ্রহের পরিমাণ ছিল মোট আমানতের প্রায় ৮০%, এবং বিক্রয় ও ভাড়া ভিত্তিক বিনিয়োগ ছিল মোট বিনিয়োগের প্রায় ৯৫%।

চিত্র ৭: ইসলামী আমানত সংগ্রহে ব্যবহৃত চুক্তির ধরণ

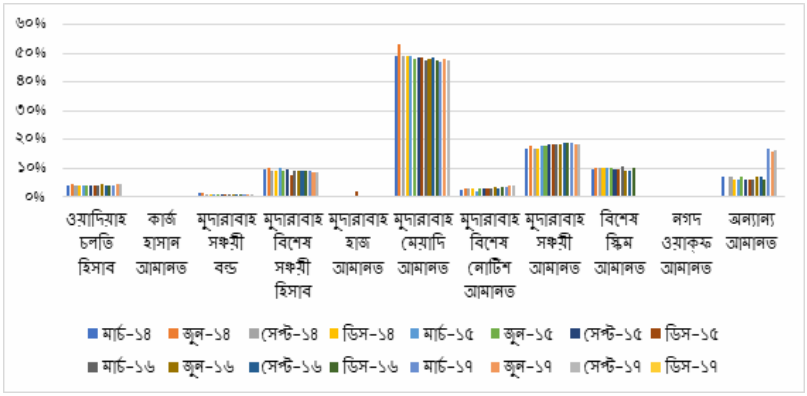

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

চিত্র ৮: ইসলামী বিনিয়োগ বা অর্থায়নে ব্যবহৃত চুক্তির ধরণ

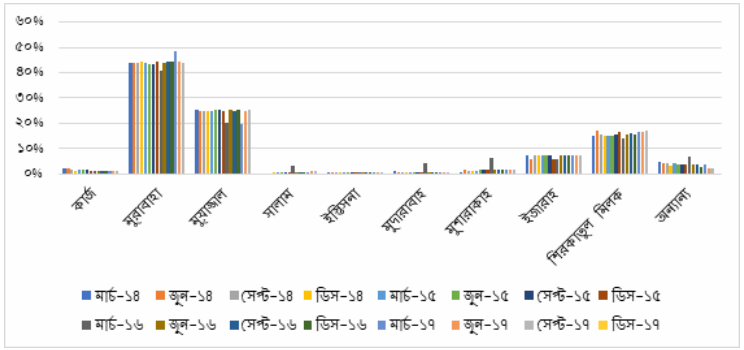

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

ইসলামী আর্থিক ধারণায় মুদারাবাহ চুক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমানতদার তার অর্থ বিনিয়োগের পূর্ণ ঝুঁকি বহন করবে। বিনিয়োগ থেকে যদি কোনও লাভ হয় তাহলে তা আমানতদার এবং ব্যাংক এর মধ্যে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী ভাগ হবে। কিন্তু যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ আমানতদার একাই বহন করবে। মুদারাবাহার ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো অবস্থাতেই আমানতের অর্থ সম্পূর্ণ ফেরতের নিশ্চয়তা দিতে পারে না এবং এর উপর কোনো লাভের প্রতিশ্রুতিও দিতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবাহ ভিত্তিক আমানতদারদের তাদের প্রয়োজন মত আমানত করা অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দিচ্ছে এবং নিয়মিত একটি লাভ দিচ্ছে। যার ফলে অনেক সময় ইসলামী ব্যাংকিং সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগে ব্যবহৃত চুক্তির দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই যেমনটা উপস্থাপন করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের প্রায় ৯৫ ভাগই হচ্ছে বিক্রয় এবং ভাড়া ভিত্তিক চুক্তির উপর ভিত্তি করে। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে পূর্ব নির্ধারিত লাভ করার সুযোগ পায়, যা শরীয়াহ ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। যেহেতু বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে লাভ করা সম্ভব হচ্ছে, সুতরাং আমানতদারদেরকেও একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ প্রদান করা সম্ভব।

এছাড়া আরো কিছু শরীয়াহসম্মত পদ্ধতি ইসলামী ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। যেমন, যদি লাভ প্রত্যাশার থেকে কম হয়, তাহলে ব্যাংক সদিচ্ছায় নিজের লাভের অংশ ছেড়ে দিতে পারে। যদি ক্ষতি হয় তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের মূলধন থেকেও আমানতদারদের ক্ষতি পূরণ করা যেতে পারে এবং প্রত্যাশিত একটা লাভ বজায় রাখা যেতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর আমানতদারদের আস্থা যেন নষ্ট না হয় সে জন্য ইসলামী ব্যাংক স্বেচ্ছায় এমন উদ্যোগ নিতে পারে, অর্থাৎ আমানতদারদের একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ প্রদানে বা ক্ষতিপূরণে ইসলামী ব্যাংক বা এর শেয়ারহোল্ডাররা বাধ্য নয় (যদি না বিনিয়োগ পরিচালনায় ইসলামী ব্যাংকের অবহেলা বা গাফলতি প্রমাণিত হয়)।

তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকগুলো একটি লাভ সঞ্চিতি বা প্রফিট ইকুইলাইজেশন রিজার্ভ (PER) বজায় রাখতে পারে। যখন বিনিয়োগ থেকে লাভ বেশি হবে, তখন এই সঞ্চিতি হিসাবে লাভের একটি অংশ জমা হবে। ভবিষ্যতে যদি বিনিয়োগে ক্ষতি হয় বা প্রত্যাশার থেকে কম লাভ হয়, তাহলে এই সঞ্চিতি হিসাব ব্যবহার করে প্রত্যাশিত পরিমাণ লাভ আমানতদারদের দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

এতদসত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ বিষয়ে সচেতন মহলে বিভিন্ন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়, এর মধ্যে রয়েছে:

১. বিনিয়োগ মূলত মুরাবাহা নির্ভর হয়ে পড়ছে এবং মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ পদ্ধতির বিনিয়োগ দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে, যা ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বৈচিত্র আনতে ব্যর্থ হচ্ছে।

২. মুরাবাহা অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতি ও শরীয়াহ লঙ্ঘনের ঘটনা বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা ইসলামী ব্যাংকিং সুনামের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

নিম্নে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের সাথে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হল।

ক) দেশের অভ্যন্তরে তুলনামূলক অবস্থান

চিত্র ৯-এ দেখা যাচ্ছে, যদিও অন্তর্বর্তীকালীন কিছু উঠানামা ছিল, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে, ব্যাংকিং গ্রাহকদের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি

পাওয়ার একটি নির্দেশক। ডিসেম্বর ২০১৭-তে এই প্রতিনিধিত্ব ছিল: আমানতে ২৩.১৩%, বিনিয়োগ বা অর্থায়নে ২৩.৮১%, রেমিটেন্স প্রবাহে ৩৮.৩০%, এবং ব্রাঞ্চ সংখ্যায় ১১.৭৩%। দেখা যাচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকগুলো তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্রাঞ্চ নিয়ে বেশি সেবা দিচ্ছে, যা ইসলামী ব্যাংকগুলোর অধিকতর ভালো কর্মদক্ষতাও নির্দেশ করে। এছাড়া রেমিটেন্স প্রবাহের হার এর উপর ভিত্তি করে দাবি করা যায় যে, প্রবাসীদের কাছে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গ্রহণযোগ্যতা প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং থেকে বেশি।

চিত্র ৯: ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতিনিধিত্ব

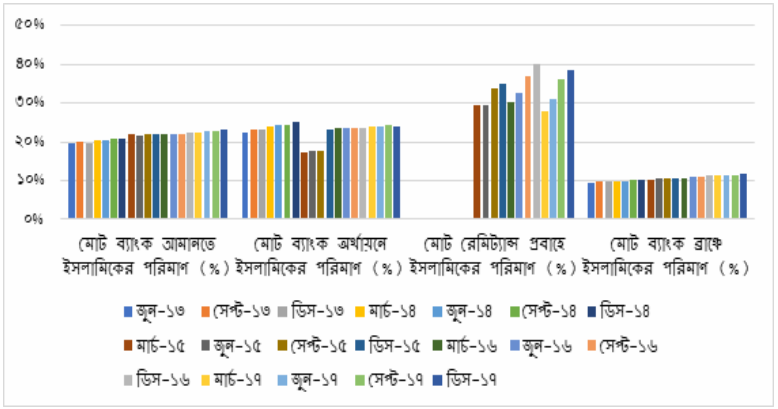

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ বা অর্থায়ন, রেমিটেন্স প্রবাহ এবং ব্রাঞ্চ সংখ্যা বৃদ্ধি, সব দিক থেকেই ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং থেকে এগিয়ে আছে। চিত্র ১০-এ দেখা যাচ্ছে, ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আমানত বেড়েছে ১৫.৮০% হারে, যেখানে প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের আমানত বেড়েছে ৯.৭১% হারে। বিনিয়োগ বা অর্থায়নের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংক প্রায় কাছাকাছি, যদিও এই ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকিং এগিয়ে আছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ সংখ্যা বেড়েছে ৭.৭৩% হারে, কিন্তু প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে মাত্র ২.৭৩% হারে। ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রবাহ কমেছে, যেখানে ইসলামী ব্যাংকিং মাধ্যমে বেড়েছে ৯% হারে।

চিত্র ১০: ইসলামী ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের বৃদ্ধির হার (CAGR)

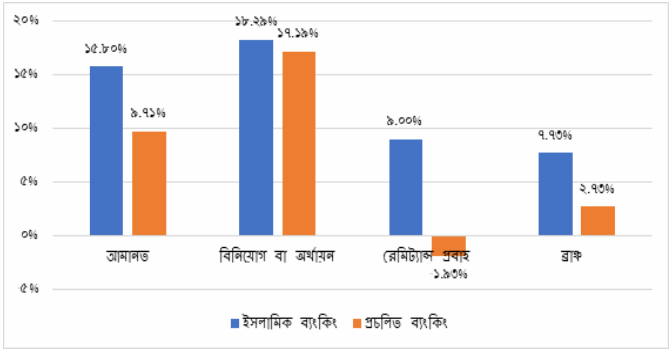

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

মুনাফা অর্জনের দিক থেকেও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাফল্য লক্ষণীয়। দা ডেইলি ষ্টার-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM)-এর একটি গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে "ইসলামী ব্যাংকিং সব দিক থেকেই লাভজনক" (The Daily Star, 2017a)। ২০১৬ সালে যেখানে প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের নেট মুনাফা ছিল ১.৯%, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ছিল ৩.৬%।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অসাধারণ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একাধিক প্রচলিত ধারার ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে প্রচলিত ধারার কোনো ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের অনুমতি দিচ্ছে না। এমন অন্তত ছয়টি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমতি চেয়ে কয়েক বছর অপেক্ষার পরেও অনুমতি পায়নি। সোনালী ব্যাংক ষোলটি নতুন উইন্ডো খোলার আবেদন করে অনুমতি পেয়েছে মাত্র ছয়টির। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য মাধ্যমের বরাত দিয়ে অনুমতি দেয়ার এই অনাগ্রহের কারণ হিসেবে যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে (The Daily Star, 2015 & 2017b):

১. প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর উচিত ছিল, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্স শুরুতেই নেয়া। প্রচলিত ধারায় ব্যাংকিং শুরু করে পরে রূপান্তরের চিন্তা ব্যাংকগুলোর উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে;

২. বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা যথাযথ পর্যবেক্ষণে কোনো আইন বা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নেই;

৩. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকে পর্যাপ্ত লোকবল এবং মানবসম্পদের অভাব আছে।

যাহোক, বিনিয়োগ-আমানত হার (Investment to Deposit Ratio - IDR)-এর দিক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতি পক্ষপাতমূলক সুবিধা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সার্কুলার অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য IDR নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৮৯ শতাংশ, এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর জন্য (Advance to Deposit Ratio - ADR) নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৮৩.৫০ শতাংশ। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকগুলো আমানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৮৯ শতাংশ বিনিয়োগ করতে পারবে, কিন্তু প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে পারবে সর্বোচ্চ ৮৩.৫০ শতাংশ। পূর্বে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য এটি ছিল ৯০ শতাংশ এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর জন্য ছিল ৮৫ শতাংশ (Bangladesh Bank, 2018 and The Daily Star, 2018)।

খ) বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তুলনা

ইসলামী ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৭-তে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ মাত্র বারোটি দেশের একটি, যেখানে ইসলামী ব্যাংকিং "সিস্টেম্যাটিক ইম্পর্টেন্স" অর্জন করতে পেরেছে। এটি তখনই সম্ভব যখন একটি দেশের মোট ব্যাংকিং সম্পদের ১৫% এর অধিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের হয়। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং পৃথিবীর সর্বমোট ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের ১.৮% প্রতিনিধিত্ব করে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধির হারের দিক থেকেও বাংলাদেশ শীর্ষ দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে আইসিডি-থমসন রয়টার্স কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী ফিন্যান্স ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৭-তে বাংলাদেশের অবস্থান সতেরতম, যা পূর্বের বছরের তুলনায় এক ধাপ নিচে। ইসলামী ফিন্যান্স সম্পর্কে সচেতনতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেয়া উদ্যোগের অপ্রতুলতা এই অবনমনের মূল কারণ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে (ICD Thomson Reuter, 2017)।

আইসিডি-থমসন রয়টার্স রিপোর্টে শরীয়াহ গভর্নেন্সে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। বাহরাইন, মালয়েশিয়া এবং সুদানের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। কর্পোরেট সামাজিক কার্যক্রমে (CSR) বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষ দশের মধ্যে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (ব্যাংকিং এবং তাকাফুল) ১.৯ কোটি মার্কিন ডলার (আনুমানিক ১৫০ কোটি টাকা) সমপরিমাণ অর্থ CSR হিসেবে বিতরণ করে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর মান উন্নয়নে সম্ভাব্য উদ্যোগ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে এবং একই সাথে কিছু সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরা হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং প্রসারে এবং এর গুণগত মান নিশ্চয়তার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশেও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এরূপ কতিপয় পদক্ষেপ সংশ্লিষ্টদের বিবেচনার জন্য অতি সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হলো। যেহেতু বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়া একই বছর ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করে (বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালের মার্চে এবং মালয়েশিয়ায় "ব্যাংক ইসলাম" জুলাইতে), স্বাভাবিকভাবেই কিছু বিষয়ে দুটি দেশের তুলনা চলে আসবে।

১. ইসলামী ব্যাংকিং আইন

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্বতন্ত্রতা, দায়বদ্ধতা ও মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী এবং ভবিষ্যতমুখী ইসলামী ব্যাংকিং আইন থাকা জরুরি, যা একই সাথে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করার পরেও তা আর শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। ২০১৩ সালে ব্যাংকিং আইনে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পৃক্ত অতি সামান্য কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সময়ের প্রয়োজনের নিরিখে তা খুবই অপর্যাপ্ত।

এ ক্ষেত্রে যদি মালয়েশিয়ার উদাহরণ দেয়া হয়, তাদের প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং আইন করা হয় ইসলামী ব্যাংকিং শুরুর বছরেই, অর্থাৎ ১৯৮৩ তে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সম্প্রতি নতুন আইন পাস করে ২০১৩ তে (ইসলামী ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এক্ট ২০১৩)। এই আইনে অন্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমে শরীয়াহ বিধিনিষেধ অনুসরণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এ আইনে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন শরীয়াহ অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করলে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শরীয়াহসম্মত হয়েছে বলে মনে করা হবে। ইসলামী ব্যাংকের কোনো কাজ যদি শরীয়াহসম্মত না হয় বা কোনো ব্যত্যয় পাওয়া যায়, তাহলে সে কাজ সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়াহ পর্ষদকে সাথে সাথে জানাতে হবে। একই সাথে ওই কাজের শুদ্ধতা (রেক্টিফিকেশন) কিভাবে অর্জন করা হবে, সে সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা ত্রিশ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানাতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকের কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি (ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে শুরু করে শরীয়াহ পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে যে কেউ হতে পারে) যদি উপরোক্ত নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হয় এবং দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে তার আট বছর পর্যন্ত

জেল বা আড়াই কোটি রিঙ্গিত বা উভয় সাজা হতে পারে। তবে এখানে খেয়াল রাখা জরুরি যে, কাউকে সাজা দেয়ার উদ্দেশ্য আইনে এমন কঠোরতা আনা হয়নি। বরঞ্চ, শরীয়াহ অনুসরণের গুরুত্ব নিশ্চিত করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। এখন পর্যন্ত কেউ এই আইনের অধীনে সাজা পেয়েছে বলে কোনো প্রতিবেদন এখনো দেখা যায়নি।

২. শরীয়াহ গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক

ইসলামী ব্যাংকিং আইনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত একটি শরীয়াহ গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক থাকা জরুরি। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়াহ অনুসরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম কি কি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকবে এবং তাদের নিজস্ব শরীয়াহ পর্ষদ সদস্যদের ন্যূনতম কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে তা এই শরীয়াহ গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্কে উল্লেখ থাকবে।

মালয়েশিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শরীয়াহ গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্কের অধীন যেসব বিষয় ইসলামী ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই পালন করতে হয় তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

ক. ইসলামী ব্যাংকগুলো একটি পরিপূর্ণ শরীয়াহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বাধ্য, যার মধ্যে রয়েছে: শরীয়াহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, শরীয়াহ পর্যালোচনা, শরীয়াহ গবেষণা এবং শরীয়াহ নিরীক্ষা। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়াহ বিচ্যুতির সুযোগ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়, এবং যদি কোনো বিচ্যুতি হয়ে থাকে তাহলে তা সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে সংশোধন সম্ভব হয়।

খ. শরীয়াহ পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হতে হবে নূন্যতম পাঁচ এবং তাদের অধিকাংশের শরীয়াহ বিষয়ে অন্তত স্নাতক ডিগ্রী থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো শরীয়াহ পর্ষদ সদস্য নিয়োগ বা বহিষ্কার করা যাবে না। এর ফলে পর্যাপ্ত যোগ্যতা বা কারণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা প্রভাবের উপর ভিত্তি করে শরীয়াহ পর্ষদ সদস্য হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেয়ার বা কোনো সদস্যকে বহিষ্কার করার সুযোগ কমে যাবে। এটি শরীয়াহ পর্ষদে যোগ্য লোকের উপস্থিতি নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি পর্ষদ সদস্যদের প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করার সুযোগ দিবে।

গ. একজন ব্যক্তি একাধিক ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ পর্ষদ সদস্য হতে পারবে না। শুধুমাত্র কতিপয় ব্যক্তির উপর শরীয়াহ বিষয়ক নির্ভরতা এড়ানো এবং একই সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ. শরীয়াহ পর্ষদের কোনো সিদ্ধান্ত পরিচালনা পর্ষদ অবহেলা করতে পারবে না বা অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন করতে পারবে না। শরীয়াহ পর্ষদ এবং ব্যাংকের মূল পর্ষদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে শরীয়াহ পর্ষদের অন্তত একজনকে ব্যাংকের মূল পর্ষদে নিযুক্ত করার পরামর্শ আছে এই শরীয়াহ গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্কে।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন শরীয়াহ পর্ষদ

ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ গভর্নেন্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শরীয়াহ পর্ষদ। সাধারণত ব্যাংক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ পর্ষদ থাকে, কিন্তু একই সাথে নিয়ন্ত্রক সংস্থা পর্যায়ে (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে) শরীয়াহ পর্ষদ থাকাটাও জরুরি। এ কেন্দ্রীয় শরীয়াহ পর্ষদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ অনুসরণ নিশ্চিত করা। এ পর্ষদ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন বিষয়ে শরীয়াহভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করবে, যা ইসলামী ব্যাংকগুলো অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। ইসলামী ব্যাংকগুলো যেকোনো সেবা বাজারে ছাড়ার আগে এ পর্ষদের অনুমোদন নিতে বাধ্য থাকবে। যেকোনো ইসলামী ব্যাংকে শরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতাও এই পর্ষদের থাকবে। ব্যাংক পর্যায়ের শরীয়াহ পর্ষদের নেয়া সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার অধিকারও থাকবে এই কেন্দ্রীয় শরীয়াহ পর্ষদের।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় শরীয়াহ পর্ষদ সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ (CSBIB)-কে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে স্বতন্ত্র শরীয়াহ পর্ষদ গঠন করা যেতে পারে। মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার সম্মতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন শরীয়াহ পর্ষদ নিযুক্ত হয় (Bank Negara Malaysia, 2016)।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন শরীয়াহ পর্ষদ থাকা বা না থাকা বিষয়ক আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে শরীয়াহ পর্ষদ থাকার পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেখা যায়। যারা এটি সমর্থন করেন তারা মনে করেন, এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমে শরীয়াহ অনুসরণ নিশ্চিত করতে বাধ্য হবে। জনমনে আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং শরীয়াহভিত্তিক ভিন্ন মতের কারণে কোনো ধরণের বিশৃঙ্খলা হওয়ার সম্ভাবনাও কমবে। অন্য দিকে যারা বিপক্ষে মত দেন, তারা মনে করেন, এটি ইসলামী ব্যাংকিং সেবা উদ্ভাবনের সুযোগ কমিয়ে দিবে, যার ফলে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম বিস্তারে এটি একটি বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া ব্যাংক পর্যায়ে শরীয়াহ পর্ষদ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরেও কেন্দ্রীয় শরীয়াহ পর্ষদ পর্যায়ে এই অতিরিক্ত অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা নতুন সেবা বাজারে আনা বিলম্বিত করবে। তবে এই ক্ষেত্রে পাল্টা যুক্তি হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ের শরীয়াহ পর্ষদ ইসলামী ব্যাংকিং সেবার কাঠামো (প্রোডাক্ট স্ট্রাকচারিং) প্রস্তুত করেন না। তারা মূলত নিশ্চিত করেন যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো যে সেবা বাজারে আনতে চাচ্ছে তা নির্দিষ্ট শরীয়াহ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা। শরীয়াহ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের নিজের মত করে সেবার কাঠামো প্রস্তুত করতে পারবে, যা বাজারে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ব্যাংকিং সেবায় ভিন্নতা আনবে। এছাড়া নতুন সেবা বাজারে ছাড়ার আগে বিভিন্ন পর্যায়ে

প্রয়োজনীয় সময় লাগবে এটাই স্বাভাবিক এবং এটা বিবেচনায় রেখেই ইসলামী ব্যাংকগুলোকে শরীয়াহ অনুসরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

৪. নিয়মিত অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা এবং তাদের কাজের পরিধি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা এর অধীন কেন্দ্রীয় শরীয়াহ পর্ষদ ঠিক করে দিতে পারে। এ নিরীক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য থাকবে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ অনুসরণ উন্নত করা, এবং এ ক্ষেত্রে যে সব প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পর্যায় ছাড়াও পরিচালনা পর্ষদ বা নিরীক্ষা কমিটির কাছে সুপারিশ পেশ করা।

৫. বাৎসরিক স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষা

বাৎসরিক অন্তত একবার স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এ নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য থাকবে, ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের নিজস্ব এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন শরীয়াহ পর্ষদের নির্দেশনা যথাযথ ভাবে পালন করেছে কিনা তা যাচাই করা। এই নিরীক্ষা কার্যক্রম হতে পারে বাৎসরিক আর্থিক নিরীক্ষার সাথে একত্রে অথবা আলাদা ভাবে। পেশাদার হিসাব বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এই নিরীক্ষা দল গঠন করা যেতে পারে। নিরীক্ষা দলের সদস্যদের পর্যাপ্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা থাকতে হবে। সুখ্যাতিসম্পন্ন হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী ব্যাংকিং ও শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগ দিয়ে এই সেবা দিতে পারে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে তার তালিকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঠিক করে দিতে পারে।

এখানে খেয়াল রাখা জরুরি যে, ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়াহ অনুশাসন নিশ্চিত করার দায়িত্ব ব্যাংক ব্যবস্থাপনার বা পরিচালনা পর্ষদের। স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষা দলের দায়িত্ব হচ্ছে, শুধুমাত্র ব্যাংকের কার্যক্রম নিরীক্ষা করে একটি মতামত দেয়া যে, ব্যাংক শরীয়াহ মেনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো ভালো করা দরকার। এক্ষেত্রে স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষার ভিত্তি হতে পারে, ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়াহ পর্ষদের সিদ্ধান্তসমূহ, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন শরীয়াহ পর্ষদ থাকে তাহলে তাদের সিদ্ধান্তসমূহ এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত অন্যান্য শরীয়াহভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহ (যেমন, Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) এর শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড)। শরীয়াহ নিরীক্ষা দল নিজেরা কোনো শরীয়াহভিত্তিক সিদ্ধান্ত দেয়া থেকে বিরত থাকবে, যার ফলে নিরীক্ষা দলের সবার শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই (Ahmed 2017)।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলামী ব্যাংকিং যেহেতু এখনো নতুন একটি বিষয়, এর কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জনে কিছুটা সময় লাগতে পারে, সেক্ষেত্রে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সুতরাং, কোনো ধরণের নিরীক্ষা কার্যক্রম যেন কাউকে শাস্তি দেয়ার

উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হয়, যদি না কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্বে অবহেলা করে বা দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কোনো ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করা, ভুল যেন আবার না হয় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া এবং শরীয়াহ অনুসরণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে সব বাস্তব প্রতিবন্ধকতা আছে তা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা।

বাহরাইন, কুয়েত, ওমান এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের অধীন ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে (Central Bank of Bahrain, 2017; Central Bank of Kuwait, 2016; Central Bank of Oman, n.d; ISRA & UKIFC, 2016; and State Bank of Pakistan, n.d.)। ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিজস্ব শরীয়াহ বোর্ড থাকার পরও তাদের শরীয়াহ অনুসরণ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে তা এই স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষা অনেকটাই দূর করবে বলে আশা করা যায়।

৬. স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক, তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঠিক করে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দুই ধরণের হতে পারে: সংক্ষিপ্ত রূপ এবং দীর্ঘায়িত রূপ। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত রূপ বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এবং বিস্তারিত রূপ ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব পরিচালনা পর্ষদ, শরীয়াহ পর্ষদ, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে।

৭. শরীয়াহ কমপ্লায়েন্স রেটিং

ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য শরীয়াহ কমপ্লায়েন্স রেটিং চালু করা যেতে পারে। এটি ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ অনুসরণের উপর স্বচ্ছ ধারণা দিবে। বিদ্যমান রেটিং প্রতিষ্ঠানগুলো বা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট নির্ণায়কের উপর ভিত্তি করে এই রেটিং দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকগুলোর একটি নূন্যতম শরীয়াহ রেটিং অর্জনের বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা যেতে পারে। সম্প্রতি AAOIFI এই বিষয়ে একটি এক্সপোজার ড্রাফট প্রকাশ করেছে (AAOIFI ND)।

৮. বিশেষায়িত গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM)-এর আদলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো কর্তৃক একটি বৃহৎ ওয়াক্ফ তহবিল গঠন করা যেতে পারে, যা এ প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাধীনতার পাশাপাশি আর্থিক সচ্ছলতা দিবে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য থাকবে, ইসলামী

ব্যাংক কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা। এর পাশাপাশি সাধারণ জনগণের জন্যেও এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশ করবে। ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থনীতির উপর বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রদানের অনুমোদনও এই প্রতিষ্ঠানকে দেয়া যেতে পারে।

মালয়েশিয়াতে এই ধরণের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান প্রায় এক যুগ আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার জন্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন ইন ইসলামিক ফিন্যান্স (INCEIF) এবং গবেষণার জন্য ইন্টারন্যাশনাল শরীয়াহ রিসার্চ একাডেমী ফর ইসলামিক ফিন্যান্স (ISRA)। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থনীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করে চলছে। মালয়েশিয়াতে এর পাশাপাশি আরো কিছু বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

৯. ইনফোগ্রাফিক এবং শিক্ষামূলক ভিডিও

সাধারণ জনগণকে ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ইনফোগ্রাফিক এবং ছোট ছোট শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি করা যেতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইটের পাশাপাশি ব্রাঞ্চগুলোতে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ধরনের ইনফোগ্রাফিক এবং ভিডিও সহজলভ্য করা যেতে পারে। এই ধরনের উদ্যোগ ইসলামী ব্যাংক কর্মীদের উপর চাপ কমাবে। তারা সহজেই গ্রাহককে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারবে, যা ভুল বুঝাবুঝির ঝুঁকি কমাবে।

১০. আর্থিক প্রতিবেদন কমিটি

ইসলামী ব্যাংকগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন যথাযথ শরীয়াহ ভিত্তি অনুসরণ করে তৈরি হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা এবং অধিকতর উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড একাউন্টেন্টস (ICAB), সদ্য প্রতিষ্ঠিত ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (FRC) (Mitra, 2017) বা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে একটি দক্ষ এবং কার্যকর কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

মালয়েশিয়া একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড (MASB)-এর অধীন একটি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক স্থায়ী কমিটি আছে। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে আছেন পেশাদার হিসাবরক্ষক, নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধি, ইসলামী ব্যাংকিং এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং গবেষক। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক এই কমিটি পর্যালোচনা করে এবং দিকনির্দেশনা প্রস্তাব করে।

১১. প্রকৃত লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির ভিত্তিতে বিনিয়োগ

প্রকৃত লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে সরাসরি বিনিয়োগ করা যায়, গ্রাহকদের এমন সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ প্লাটফর্ম বা ক্রাউডফান্ডিং প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর্থিক প্রযুক্তির (ফিনটেক) ব্যবহার এই ধরণের সেবা প্রদানে সহায়তা করবে। যেহেতু নিয়মিত ব্যাংকিং সেবা থেকে এর কর্মপদ্ধতি ভিন্ন হবে, ইসলামী ব্যাংকগুলো স্বতন্ত্র সহায়ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এই ধরণের সেবা দিতে পারে।

মালয়েশিয়ায় বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলো দুই ধরণের পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করে:

১. আমানত হিসাব (ডিপোজিট একাউন্ট), এবং ২. বিনিয়োগ হিসাব (ইনভেস্টমেন্ট একাউন্ট)। আমানত হিসাব সাধারণ চলতি এবং সঞ্চয়ী হিসাবের মত, যেখানে ইসলামী ব্যাংক জমা করা অর্থ সম্পূর্ণ ফেরতের নিশ্চয়তা দেয় এবং যদি কোন লাভ দেয়ার সুযোগ থাকে তাহলে লাভ সহ। এক্ষেত্রে গ্রাহকের জমা করা অর্থের কোন ক্ষতি হবে না বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এই হিসাব আমানত বীমা দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুরক্ষিত।

অন্যদিকে, বিনিয়োগ হিসাবে জমা করা অর্থ প্রকৃত লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগ থেকে লাভ হলে তা গ্রাহক এবং ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে ভাগ করে নেয়, আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে তা গ্রাহক সম্পূর্ণ একা বহন করে। অর্থাৎ এমনও হতে পারে যে, গ্রাহক জমা করা অর্থের উপর লাভ না পেয়ে বরং তাকে ক্ষতি বহন করতে হয়েছে বা ব্যাংকে বিনিয়োগ হিসেবে রাখা অর্থ কমে গেছে। এ হিসাবে জমা করা অর্থ কোনো বীমা দ্বারা সুরক্ষিত নয়। বিনিয়োগের মূল্যায়ন বা লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRS)-এর ভিত্তিতে।

বর্তমানে মালয়েশিয়ান ইসলামী ব্যাংকিং খাতে মোট আমানত এবং বিনিয়োগ হিসাবের ১২-১৪% প্রতিনিধিত্ব করছে এই বিনিয়োগ হিসাব। ২০১৫ সালে শুরু করে অল্প সময়ে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে (Kasri & Ahmed, 2017)।

উপসংহার

সর্বপ্রথম যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হয় বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংকিং বিশ শতাংশের অধিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পেরেছে এমন খুবই স্বল্প কিছু দেশের একটি বাংলাদেশ। তারপরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রথম দশের মধ্যেও স্থান করে নিতে পারছে না মূলত মানোন্নয়নে নেয়া উদ্যোগের অভাবে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এগিয়ে যাবে গুণগত আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে, যা হবে অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয়, তেমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের কাছে।

Bibliography

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (n.d.). AAOIFI Officially issues the Exposure Draft of Governance Standard on 'Shari'ah Compliance and Fiduciary Ratings for Islamic Finance Institutions' and Invites Opinion from Islamic Finance Industry. Retrieved March 8, 2018, from Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-officially-issues-the-exposure-draft-of-governance-standard-on-shariah-compliance-and-fiduciary-ratings-for-islamic-finance-institutions-and-invites-opinion-from-isla/?lang=en

Ahmed, M. (2017, October 13). An external Shari'ah audit is an audit of compliance, not an audit of Shari'ah rulings. Retrieved March 8, 2018, from Linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/external-shariah-audit-compliance-rulings-acca-cipa/

Bangladesh Bank. (2018, February 20). DOS Circular No. 02. Retrieved March 18, 2018, from Bangladesh Bank: https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/dos/feb202018dos02.pdf

Bangladesh Bank. (n.d.). Developments of Islamic Banking in Bangladesh. Retrieved March 8, 2018, from Bangladesh Bank: https://www.bb.org.bd/pub/publictn.php

Bank Negara Malaysia. (2016, November 2). Appointment of Members of the Shariah Advisory Council Bank Negara Malaysia for 2016-2019 session. Retrieved March 8, 2018, from Bank Negara Malaysia: http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac= 4283&lang=en

Central Bank of Bahrain. (2017, September 9). Bahrain issues landmark regulations on Sharia governance. Retrieved March 8, 2018, from http://www.cbb.gov.bh/page.php?p=bahrain_issues_landmark_regulations_on_sharia_governance

Central Bank of Kuwait. (2016, December 20). Press Releases. Retrieved March 8, 2018, from http://www.cbk.gov.kw/en/cbk-news/announcements-and-press-releases/press-releases.jsp?kcp=o8QTtSFuP5Ix5WoYWwE74iHAhdgkIQ==

Central Bank of Oman. (n.d.). Islamic Banking Regulatory Framework. Retrieved March 8, 2018, from http://www.cbo-oman.org/news/IBRF.pdf

Huq, M. A. (2017, November 20). Chairman of the Executive Committee at Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh. (M. U. Ahmed, Interviewer)

ICD Thomson Reuters. (2017). Islamic Finance Development Report 2017. ICD Thomson Reuters.

International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF). (n.d.). Retrieved March 8, 2018, from http://www.inceif.org/about/philosophy-brand/

International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). (n.d.). Retrieved March 8, 2018, from https://www.isra.my/background.html

Islami Bank Bangladesh Limited. (n.d.). News & Events. Retrieved March 7, 2018, from Islami Bank Bangladesh Limited: http://www.islamibankbd.com/news.php?ID=NDMw

Islamic Financial Services Board. (2017). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2017. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board. Retrieved March 18, 2018, from https://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%202017.pdf

ISRA & UKIFC. (2016). External Shari'ah Audit Report. Retrieved March 8, 2018, from http://www.mifc.com/index.php?ch=48&pg=203&ac=151&bb=uploadpdf

Kasri, N., & Ahmed, M. (2017, December). Protection of investment account holders in Islamic banks in Malaysia: legal and accounting analysis. ISRA Islamic Finance Space(9), 30-33. Retrieved March 8, 2018, from http://ifikr.isra.my/library/viewer/10258

Malaysian Accounting Standards Board. (n.d.). Standing Committee on Islamic Financial Reporting. Retrieved March 8, 2018, from Malaysian Accounting Standards Board: http://www.masb.org.my/pages.php?id=16

Mitra, R. (2017, August 17). Financial reporting oversight: global practices and Bangladesh. Retrieved March 18, 2018, from ICAB: http://www.icab.org.bd/icabweb/webNewsEventNoticeCir/viewPdf?fileWithPath=/app/share_Storage/Attachments/icabwebcommonupload/images/upload/webupload/general_file/general_file/keynote_fr_oversight_global_practice_and_bangladesh.pdf

State Bank of Pakistan. (n.d.). Shari'ah Governance Framework for Islamic Banking Institutions. Retrieved March 8, 2018, from http://www.sbp.org.pk/ibd/2015/C1-Annex.pdf

The Daily Star. (2015, July 29). BB bars traditional banks from Islamic banking. Retrieved March 8, 2018, from The Daily Star: http://www.thedailystar.net/business/banking/bb-bars-traditional-banks-islamic-banking-118183

The Daily Star. (2017, June 9). Islamic banking growing rapidly. Retrieved March 8, 2018, from The Daily Star: http://www.thedailystar.net/business/banking/islamic-banking-growing-rapidly-1417531

The Daily Star. (2017, September 18). BB not giving new Islamic banking licences. Retrieved March 8, 2018, from The Daily Star: http://www.thedailystar.net/business/banking/bb-not-giving-new-islamic-banking-licences-1463608

The Daily Star. (2018, February 21). Banks breathe a sigh of relief. Retrieved March 18, 2018, from The Daily Star: http://www.thedailystar.net/business/banking/banks-breathe-sigh-relief-1537651